

উপসংহার

ধিমাল ভাষার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ভাষার নিরিখে বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের সমন্বয়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলা ও রাজবংশী ভাষার সঙ্গে ধিমাল ভাষার ধ্বনিতত্ত্বগত, রূপতত্ত্বগত, বাক্যতত্ত্বগত ও শব্দভাণ্ডারগত তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে ধিমাল জাতির সাধারণ পরিচয়, ধিমাল সাহিত্যের (মৌখিক ও লিখিত) পরিচয়সহ ধিমাল ভাষা-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থান ও সংকটের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষা বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ড. রামেশ্বর শ'র মতে— “পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর এই সব ভাষাকে প্রধানত চার রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। শ্রেণীবিভাগের এই চার রকম দৃষ্টিভঙ্গি হল—

১. বর্ণনামূলক/রূপতত্ত্বানুগত/বাক্যরীতিগত/প্ররূপগত (Descriptive/Morphological /Syntactic / Typological)

২. ঐতিহাসিক/বংশানুগত (Historical/Genealogical)

৩. ভৌগোলিক/আঞ্চলিক/ (Geographical/Regional)

৪. জাতিভিত্তিক (Racial)..... এই চাররকম শ্রেণীবিভাগের মধ্যে শুধু ঐতিহাসিক (বংশানুগত) ও বর্ণনামূলক (রূপতত্ত্বানুগত) শ্রেণীবিভাগই ভাষা বিজ্ঞানে বহু-আলোচিত বিষয়। অন্য দু'প্রকার শ্রেণীবিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।” (সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, পৃ. ৪৪০-৪৪১) প্রথমে বলা যায় যে, বংশানুযায়ী ধিমাল ভাষা তিব্বতী-বর্মী ভাষা পরিবারের অন্তর্গত হিমালয়ান শাখার Pronominalised শাখার অষ্ট্রিক প্রভাব যুক্ত ভাষা। নেওয়ার, মগর, গুরুং, সনওয়ারি, কানওয়ারি, লিম্বু, ধিমাল প্রভৃতি ভাষাগুলিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিমালয়ান শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা ধিমাল ভাষার বেশ কিছু শব্দের উৎস নির্ণয় করার সময় দেখেছি যে, শব্দগুলি বোডো-নাগা শাখার শব্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সেদিক থেকে এমনটাও হতে পারে যে, ধিমাল ভাষা হিমালয়ান শাখার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালে মুণ্ডারী প্রভাবিত Pronominalised ভাষায় পরিণত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে হয়ত এই ভাষা বোডো-নাগা শাখার মধ্যেই ছিল। অতীতের কোন এক সময়ে ধিমালদের সঙ্গে বোডো-নাগা

শাখার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে গ্রীয়ার্সন সাহেবের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—
 “The Dhīmāl has formerly been considered to belong to the Bodo group of Tibeto-Burman Languages. Its vocabulary, and more especially the forms of the numerals and pronouns, however, show a much closer affinity to the Himalayan dialects, and the negative verb is formed by means of a prefix mā. When we remember the characteristic features drawn attention to above, it cannot therefore be any doubt that Dhīmāl must be separated from the Bodo group and dealt with in connexion with the pronominalized dialects of Nepal; (LSI, Vol. 3, Part No. I, Low price publication, Reprinted 2012, New Delhi, P. 275) ভাষার বংশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধিমাল ভাষা ভোটচীনিয় ভাষা বংশের তিব্বতী-বর্মী শাখার হিমালয়ান বা অসম-বর্মী শাখার বোডো-নাগা উপশাখাভুক্ত ভাষা হতে পারে। বৈদিক, সংস্কৃত, বাংলা, নেপালি, অসমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে এর বংশগত কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলা ভাষায় ‘আ’ ধ্বনিটির অস্তিত্ব নেই। ধিমাল এবং রাজবংশী ভাষায় বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থান বিশেষে দু-একটি শব্দে ‘আ’ ধ্বনিটির ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। অন্যদিকে বাংলা ও রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত ‘অ্যা’ ধ্বনিটি ধিমাল ভাষায় লক্ষ করা যায়নি। বাংলা ভাষার তুলনায় ধিমাল ভাষার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনি সামান্য উচ্চাবস্থানে উচ্চারিত হয়। ধ্বনিতত্ত্বগত দিক থেকে বাংলা, রাজবংশী ভাষার সঙ্গে ধিমাল ভাষার পার্থক্য থাকলেও ঔপভাষিক স্তরে সাদৃশ্য লক্ষ করা গিয়েছে।

ভাষাবিদ সুকুমার সেন রূপতত্ত্বানুযায়ী ভাষাকে প্রধান দুটি গুচ্ছে ভাগ করেছেন— (ক) অসমবায়ী (Isolating) ও (খ) সমবায়ী (Non-Isolating)। তার মতে — “ অসমবায়ী গুচ্ছের অন্তর্গত হইল চীনিয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। চীনিয় ও সম্পৃক্ত ভাষাগুলিতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ বলিয়া কিছু নাই, শব্দ ও পদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বসিলেই কর্তা কর্ম ইত্যাদি কারক বোঝা যায় এবং বাক্যের অর্থ হইতে অথবা উপসর্গ বা অনুসর্গের মতো বিশেষ করিয়া কোন শব্দের সহযোগে ক্রিয়ার পুরুষ বচন কাল ভাব বাচ্য ইত্যাদি উপলব্ধ হয়। তা ছাড়া শব্দের উচ্চারণে বিভিন্ন সুর (Tone) ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ভাষা-উপভাষায় সুরের সংখ্যা বিভিন্ন। সুর ভেদে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থ প্রকাশ করে।” (ভাষার ইতিবৃত্ত, দ্বাদশ মুদ্রণ, জুন, ২০০৯, পৃ. ৫৬) ধিমাল ভাষা রূপতত্ত্বানুযায়ী ভোটবর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সে

তার প্রত্যয় বিভক্তিহীন চরিত্র হারিয়ে ফেলে ক্রমশ প্রত্যয় বিভক্তিযুক্ত ভাষার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বর্তমানে খিমাল ভাষা প্রত্যয় বিভক্তিহীন ভাষা (Isolating Language) এবং প্রত্যয় বিভক্তিযুক্ত ভাষা (Agglutinating Language) এর মাঝামাঝি অবস্থান করছে। বাংলা, রাজবংশী এবং খিমাল ভাষার তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে লক্ষ করা গিয়েছে যে, খিমাল ভাষা প্রায় প্রত্যয় বিভক্তিযুক্ত Agglutinating ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং অনেকটা বাংলা, রাজবংশী এবং নেপালি ভাষার অনুগামী হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে George Abraham Grierson- এর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক—“It has been usual to consider the Indo-Chinese Languages as forming one distinct Linguistic family, but we know that this cannot be case. It has been shown that the monosyllabic bases, which were formerly considered as handed down from the oldest times are, at least in a great number of cases, derived from polysyllables. On the other hand, the grammatical system of isolation is by no means consistently maintained in all Indo-Chinese language. Many of them are agglutinating, i.e., the various grammatical relation are indicated by means of form-words,— prefixes, suffixes, and infixes,— added to the bases. Some dialects have in this way developed a pretty full grammatical system. It has been shown that there is no fundamental difference between agglutinating and isolating language, and the adoption of one or the other principle cannot be used as the chief starting point for the classification of a language.” (LSI, Vol-No-3, part No-I, Low price publication, New Delhi, Reprinted 2012.P-01) জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সনের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলা যায় যে, খিমাল ভাষাও প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত ভাষাতে প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। খিমাল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার এরূপ সমন্বয় খিমাল ও বাংলা ভাষার তুলনামূলক আলোচনার জায়গাগুলিকে আরো পরিস্ফুট করে তুলেছে।

খিমালদের অবস্থান সম্পর্কে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— “In the north and the east, Bengali comes in touch with a number of speeches which are members of some six different groups of the Tibeto-Burman branch of the Tibeto-Chinese family. To the north, we have Lepca or Ro’ng, a dialect of the Tibeto-Himalayan group: Dhimal, Limbu and Khambu, which are

‘Pronominalised speeches belonging to the same group, and are spoken by small numbers in the extreme north;’ (ODBL, Rupa and co. Third impression 2002, P. 02-03) অন্যদিকে ভাষাবিদ সুকুমার সেনের মতে — বাঙ্গালা-অসমিয়া ভাষাদ্বয়ের উত্তর উত্তরপূর্ব ও পূর্ব প্রত্যন্তে তিব্বত-চীনেয় গোষ্ঠীর ভাষা বলা হয়।’ (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ বর্ষ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ০৬) এই ভোটবর্মী প্রভাবিত ভাষিক অঞ্চলটিকে মনে রেখে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের বাংলা এবং রাজবংশী ভাষা বলয়ের ভাষিক বৈশিষ্ট্যকে তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে ধিমাল ভাষার অধ্যয়ন করা হয়েছে। বাংলা এবং রাজবংশী ভাষার আঞ্চলিক স্তরের সঙ্গে যেমন একদিকে ধিমাল ভাষার মিল রয়েছে, তেমনি শিষ্ট বাংলা ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ধিমাল ভাষার গঠন গত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলা এবং ধিমাল ভাষার রূপতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ, সর্বনাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, লিঙ্গের ক্ষেত্রে বাংলা রাজবংশী এবং ধিমাল ভাষার মিল রয়েছে। তবে ধিমাল ভাষায় পশু বাচক শব্দে পুরুষ হলে ‘দাঙুখা’ এবং স্ত্রী হলে ‘মাইনি’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। এছাড়াও ধিমাল ভাষায় অধিকাংশ পশুবাচক শব্দের অন্তে ‘আ’ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বচন ও কারকের ক্ষেত্রেও তিনটি ভাষার মধ্যে মিল রয়েছে। কারকের ক্ষেত্রে বাংলা এবং রাজবংশী ভাষার তুলনায় ধিমাল ভাষায় বিভক্তির সংখ্যা কম থাকলেও প্রতিটি কারকেই বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। সর্বনামের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় উত্তম পুরুষে একবচনে ‘আমি’ এবং বহুবচনে ‘আমরা’ ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ ভাবে ধিমাল ভাষাতেও উত্তম পুরুষে একবচনে ‘কা’ (আমি) এবং বহুবচনে ‘কেলাই’ (আমরা) ব্যবহৃত হয়। ধিমাল ভাষায় মধ্যম পুরুষে একবচনে ‘না’ (তুমি) এবং বহুবচনে ‘নেলাই’ (তোমরা) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় মধ্যম পুরুষে একবচনে ‘তুমি’ এবং বহুবচনে ‘তোমরা’র স্বতন্ত্র ব্যবহার রয়েছে। বাংলা ভাষার মতোই ধিমাল ভাষায় সম্মানার্থ ক্রিয়ারূপের সঙ্গে ‘নে’, ‘সু’ বদ্ধরূপিম যুক্ত করা হয়। যেমন— চাহিনে (খাচ্ছিলেন), চাসু (খান) ইত্যাদি। চলিত বাংলা ভাষার মতোই ধিমাল ভাষায় ক্রিয়া প্রধান পদরূপে ভূমিকা গ্রহণ করে। ধিমাল ভাষার বাক্যগঠন রীতিও অনেকটা বাংলা ভাষার অনুরূপ। তবে নঞর্থক বাক্যগঠনে ধিমাল ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক্ষেত্রে কালানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং পূর্ব প্রত্যয় যোগে নঞর্থক বাক্য গঠিত হয়।

যে কোন একটি ভাষার উপাদান অন্য একটি বৃহৎ ভাষায় প্রবেশ করলে সংশ্লিষ্ট ভাষাটির মৌলিকত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে ভাষার আত্মীকরণ ক্ষমতা যত বেশি হবে সেই ভাষা

অন্য ভাষার চাইতে ততবেশি সমৃদ্ধশালী হবে। ধিমাল ভাষার ক্ষেত্রেও এরকম ঘটতে দেখা গিয়েছে। একটি সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের ভাষা হয়েও আত্মীকরণের মাধ্যমে বাংলা, রাজবংশী, নেপালি এবং এদের মাধ্যমে হিন্দি, আরবি, ফার্সি ইত্যাদি ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এগিয়ে চলেছে। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ধিমাল ভাষায় বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এছাড়াও ধ্বনি এবং বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ভাবে ধিমাল ভাষা আত্মীকরণ করেছে যা বাংলা, রাজবংশী, ধিমাল ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের জায়গাটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভূমিকার বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপস্থাপিত বিষয় এবং পর্যাপ্ত উদাহরণ সহযোগে বাংলা, রাজবংশী এবং ধিমাল ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন গবেষণাকর্মটি যথাসাধ্য সফল করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।
